193

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

গ্রুপিং কোন্দল সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে

এবার ছাত্র দলকে দ্বিধাবিভক্ত করার কৌশল নিয়ে সরকার তৎপর

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ বিএনপি'র এমপিদের মন্ত্রী বানিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি সরকার বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র দলকেও দুর্বল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ছাত্র দলের অভ্যন্তরে চরম গ্রুপিং-কোন্দল সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। ছাত্র দলের নেতৃত্ব ও ক্যাডার গ্রুপের একটি অংশ ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ছাত্র দলের একটি সুবিধাবাদী অংশ এখন সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছে। ছাত্র দলেরই একজন শীর্ষ নেতা এই অংশটির নেতৃত্ব দিয়ে সরকারের সঙ্গে লিয়াজোঁ রক্ষা করে চলেছেন। এই নেতার বিরুদ্ধে কয়েকবারই সংগঠনের অভ্যন্তরে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রুপিং-কোন্দল সৃষ্টি, সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের ক্যাডার গ্রুপের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং দলের বহিষ্কৃতদের আশ্রয় দানের অভিযোগ উঠেছে। নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে ছাত্র দলকে ব্যবহার করে। তিনি সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র দলের এই নেতার সমর্থিত গ্রুপটি সরকারী মদদে চলতি সপ্তাহ থেকে সংগঠনের মূল নেতৃত্বকে দৃশ্যত চ্যালেঞ্জ করে

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

এবার ছাত্রদলকে দ্বিধাবিভক্ত করার কৌশল নিয়ে সরকার তৎপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলাদা অবস্থান নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করেছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই গ্রুপটির দুই ক্যাডার নেতা সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সামনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিমকে মাথার দুই দিক থেকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ধরে। তারা একটি হল শাখা ছাত্র দলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে এই নেতাকে হুমকি

প্রদর্শন করে। তারা তাকে মারধর করতে উদ্যত হয়। ছাত্রদল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ উপস্থিত নেতা-কর্মীরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদলের এই তিন শীর্ষ নেতা সিদ্ধান্ত নিয়ে অস্ত্রধারী ক্যাডার জাকির ও মামুনকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করে। এরা দু'জন এর আগেও ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। জাকির ক্যাম্পাসে ছাত্রী লাঞ্ছিত করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ মাসের জন্য বহিষ্কারও হয়েছিল। কিন্তু এরপরও সাবেক ও বর্তমান দুই প্রভাবশালী ছাত্রদল নেতার পৃষ্ঠাপোষকতায় তারা আবার সংগঠনে ফিরে আসার সুযোগ পায়। এবার তাদের বহিষ্কারের পরই তারা জিয়া হলে গিয়ে ওঠে এবং ঐ হলের বর্তমান নিয়ন্ত্রণকারীদের সঙ্গে সমঝোতা গড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মূল ধারার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেদিন তারা ক্যাম্পাস থেকে বিএনপি অফিসে অস্ত্র নিয়ে যায় এবং ক্যাম্পাসে আবার অস্ত্র নিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু দীর্ঘ পথে এই চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের পুলিশ পাকড়াও করেনি। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এটি ছিল সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষাকারী গ্রুপটির একটি পরিকল্পিত লড়াই। সরকারের বিভিন্ন সংস্থাই ঐ সংঘর্ষের পটভূমি তৈরী করে দিয়ে তাদের বন্দুকযুদ্ধে নামায়। তবে ছাত্রদলের মূল ধারার নেতা-কর্মীরা ঐ ষড়যন্ত্রমূলক সাজানো হামলা শক্ত হাতে প্রতিহত করেছে।-

জিয়া হল থেকে বহিষ্কৃত ক্যাডাররা যখন মুজিব ও জসীমুদ্দীন হলের দিকে গুলী ছুঁড়ছিল তখন অদূরে দাঁড়িয়ে পুলিশ তা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু কোন এ্যাকশানে যাননি। গুলী থেমে যাবার পর পুলিশ প্রথমে মুজিব হল ও জসীমুদ্দীন হলে তল্লাশি চালায়। এ দুই হলে তল্লাশি শেষে সংঘর্ষের প্রায় এক ঘন্টা পর পুলিশ জিয়া হলে তল্লাশি চালায়। কিন্তু তারা কোন অস্ত্র বা গোলাবারুদ উদ্ধার করতে পারেনি। যদিও তারা দেখেছে, কারা, কিভাবে গুলী ছুঁড়ছে। আসলে গোলাগুলীর পর পুলিশ অন্য হল তল্লাশির নামে জিয়া হল থেকে সন্ত্রাসীদের পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। তারা হয় অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেছে, কিংবা তাদের রেখে যাওয়া অস্ত্র পুলিশ উদ্ধার করেনি। বিষয়টি বিভিন্ন মহলে বিস্ময় ও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ছাত্রদল থেকে বহিষ্কৃত সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে গুলী ছোঁড়ার পর কেন তাদের গ্রেফতার করা হলো না তাও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

এই সংঘাত-সংঘর্ষের পর ছাত্রদলের মূল নেতৃত্ব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেও তারা বহিষ্কৃতদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারসহ নানামুখী চাপের সম্মুখীন হয়। কার্যত নানান অপপ্রচার চালিয়ে, গুজব রটিয়ে ছাত্রদলের বর্তমান নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমান কমিটিকে কাজ করতে না দিয়ে উল্টো কমিটি পরিবর্তন করে নতুন কমিটি গঠনের চেষ্টার গুজব ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সাধারণ নেতা-কর্মীদের বর্তমান নেতৃত্ববিমুখ করার চেষ্টা চলছে। ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিহত করাসহ ছাত্রদলের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতৃত্বের অসফলতার কথা ছড়ানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে ছাত্রদলের বর্তমান নেতৃত্ব অযোগ্য বলে বিএনপি নেতাদের বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে প্রভাবশালী ঐ নেতা এসব কর্মসূচী যাতে সফল না হয় সেজন্য কর্মসূচীতে নেতা-কর্মীদের অংশগ্রহণ কমানোসহ সাহসী ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালিয়েছেন। এবারের একুশে বই মেলা উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর আগমন বিরোধী কালো পতাকা মিছিলে ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী যখন গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছেন, তখন ৪/৫ জন নেতা-কর্মী ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছেন না। ব্যারিকেড ভাঙ্গার জন্য পুলিশের সাথে তিনি যখন ধাক্কাধাক্কি করছেন, তখন অন্য নেতা-কর্মীরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসছেন। প্রায় প্রতিটি কর্মসূচীতে মহানগরী ছাত্রদলের অংশগ্রহণ থাকে কম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর শাখার বিরোধের কোন অবসান হয় না। চার বছর পুরনো মহানগর কমিটি ভাঙ্গে না। ফলে ছাত্রদলকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে ছাত্রদল নিয়েই। সরকারবিরোধী কোন সাহসী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।

অতি সম্প্রতি ছাত্রদলকে নিয়ে সরকারের ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি করতে নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে একটি গ্রুপকে উস্কে দিচ্ছে সরকারের প্রতিনিধিরা। শীঘ্রই তারা ছাত্রদলের অভ্যন্তরে আরেকটি বড় ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, দলীয় অফিস বা অন্য কোথাও এই সংঘাত বাধানোর চেষ্টা চলছে। এটি মোকাবিলা করা এবং সরকারের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থা নিতে না পারলে ছাত্রদলকে একটি বড় সংকটে পড়তে হতে পারে। জানা যায়, সম্প্রতি ডিওএইচএস-এর একটি বাড়ীতে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় এক এমপিসহ কয়েকজন প্রভাবশালী এমপিও ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকারী যুবলীগ নেতাদের উপস্থিতিতে একটি গোপন বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ছাত্রদলকে দ্বিধাবিভক্ত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ছাত্রদলের একজন প্রভাবশালী নেতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্যদের সাথে এ নেতার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে।